গাংনীতে আইন শৃংখলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত চোরাচালান প্রতিরোধ ও মাসিক আইন শৃংখলা কমিটির আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে এ আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমানের সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী থানার অফিসার ইন্চার্জ (ওসি) ওবাইদুর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান রাশিদুল ইসলাম জুয়েল, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন, মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম, বামন্দী ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, কাথুলি ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক, উপজেলা আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক আহাসান উল্লাহ মহন, আওয়ামী লীগ নেতা নাজমুল হুদা পঁচু, জাীয় পার্টি (জেপি) এর জেলা কমিটির সভাপতি আব্দুল হালিম, মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলম, ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি ইনামুল হক, মহনা টিভির সাংবাদিক মো: ফারুক হোসেন, মেহেরপুর প্রতিদিনের সাংবাদিক এ সিদ্দিকী শাহীন প্রমুখ।

এ সময় উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগের কর্মকর্তার কর্মচারিগন উপস্থিত ছিলেন।

- গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীতে যত্রতত্র গড়ে উঠেছে স’মিল ঘটছে দূর্ঘটনা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে যত্রতত্র গড়ে উঠেছে কাঠ ফাড়াই এর মিল। পরিবেশ দুষনের পাশা পাশি ঘটছে মারাত্মক দূর্ঘটনা। পরিবেশ আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দিনের পর দিন গড়ে উঠছে এ ধরণের স’মিল।

এ উপজেলায় প্রায় ২৫টি স’মিল রয়েছে যার একটিরও কোন লাইসেন্স নেই বলে একটি নির্ভরযোগ্য সুত্রে জানা গেছে।

নীয়মানুযায়ি জনবসতি, বসতবাড়ি, হাসপাতাল, ক্লিনিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও যেকোন সড়ক থেকে অন্তত ২শ’ মিটার দুরে স’মিল গড়ে তোলার নিয়ম থাকলেও সে নীয়ম না মেনেই প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যত্রতত্র গড়ে উঠেছে এসমস্ত স’মিল।

সরেজমিনে দেখা যায়, গাংনী-কুষ্টিয়া প্রধান সড়কের ধারে গাংনী বাজারের সন্নিকটে রাজা ক্লিনিক ও মোক্তারিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার সামনে এবং কয়েক’শ পরিবারের বসবাস এর আশপাশেই অনেক বছর ধরেই স’মিলের ব্যবসা চলমান রয়েছে।

এছাড়াও মেহেরপুর-কুষ্টিয়ার প্রধান সড়ক তেরাইল কলেজের একেবারেই বিপরীত দিকে রাস্তা সংলগ্নে বেশ কয়েক বছর ধরে স’মিলের ব্যবসা করে আসছেন একজন ব্যবসায়ী। সেখানে দেখা যায় প্রধান সড়কের ধারেই গাছ কেটে ফেলে রাখা হয়েছে। প্রধান সড়ক জুড়েই দাড়িয়ে আছে অবৈধযান আলগামন কাটা গাছ গুলি সেখানে আনলোড করার জন্য। এতে করে শব্দ র্দূষণ সহ পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এছাড়াও প্রতিনিয়ত ঘটছে সড়ক দূর্ঘটনা।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে স’মিল মালিকরা দীর্ঘ দিন ধরে পরিবেশ ছাড়পত্র এমনকি কোন প্রকার লাইসেন্স ছাড়াই প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ব্যাবসা করে আসছিল। এর মধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমানের তৎপরতায় কয়েকজন লাইসেন্স করেছেন বলে জানা গেছে।

জানতে চাইলে এক ব্যাবসায়ী বলেন লাইসেন্স করা অনেক ঝামেলার ব্যাপার তাই লাইসেন্স করার উপর আমাদের আগ্রহ থাকেনা। লাইসেন্স এর

বিষয়টি সহজ করলে লাইসেন্স করা আমাদের জন্য কোন সমস্যা নয়। রাস্তা বা জনবসতির কাছাকাছি স’মিলের কার্যক্রম বিষয়ে জানতে চাইলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যাবসায়ী বলেন এসব বিষয় নিয়ে কেউ কোন কথা বলেনা তাই এভাবেই করে যাচ্ছি।

মেহেরপুর বন বিভাগের ভার-প্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: জাফর উল্লাহ জানান, গত দু’মাস আগে মাত্র চারজন লাইসেন্স করেছেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান জানান, স’মিল মালিকদেরকে কিছুদিন আগে সতর্ক করা হয়েছে লাইসেন্স এর জন্য এর মধ্যে কয়েকজন করেছে বাকিদের জন্য সময় বাড়িয়ে দিলেও তারা তা করতে পারেনি বা করেনি। পরে খোঁজ নিয়ে দেখে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

- এ সিদ্দিকি শাহীন,গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীতে আইন শৃংখলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত চোরাচালান প্রতিরোধ ও মাসিক আইন শৃংখলা কমিটির আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে এ আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমানের সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী থানার অফিসার ইন্চার্জ (ওসি) ওবাইদুর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান রাশিদুল ইসলাম জুয়েল, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন, মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম, বামন্দী ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, কাথুলি ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, সাহারবাটি ইউপি

চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক,উপজেলা আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক আহাসান উল্লাহ মহন, আওয়ামী লীগ নেতা নাজমুল হুদা পঁচু, জাীয় পার্টি (জেপি) এর জেলা কমিটির সভাপতি আঃ হালিম, মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলম, ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি ইনামুল হক, মহনা টিভির সাংবাদিক মোঃ ফারুক হোসেন, মেহেরপুর প্রতিদিনের সাংবাদিক এ সিদ্দিকী শাহীন প্রমুখ।
এ সময় উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগের কর্মকর্তার কর্মচারিগন উপস্থিৎ ছিলেন।
-গাংনী প্রতিনিধি

মেহেরপুরে হুমায়ূন আহ্মেদের ৭১তম জন্মদিন পালন

বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে তিনি ধ্রুবতারা। তার বইয়ের ভাষায় কথার জাদুতে মোহিত হননি এমন বাঙালি পাঠক পাওয়া যাবে না। তিনি আর কেউ নন আমাদের কথার জাদুকর হুমায়ূন আহমেদ।

গতকাল বুধবার বাঙালির নন্দিত কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদের ৭১তম জন্মদিন পালন করেছে ‘নীল মোড়ক’ নামের পাঠক পরিবার নামের সংগঠন।

গতকাল বিকেল মেহেরপুর পৌরঈদগাহ মাঠে হুমায়ন আহমেদের জন্মদিন উপলক্ষে কবিতা আবৃতি, ছোট গল্প, গান, কুইজ প্রতিযোগিতার ও পুরুস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরে কেক কেটে নন্দিত কথা সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের ৭১তম জন্মদিন পালন করা হয়।

এসময় লিখন, ফয়সাল আহমেদ, জামিরুল, রিপন, ফারজানা, রাজিয়া সুলতানা, লাভলী, শেমলী, তারিন, সুজন, মীম, নাদিম, সাহেদ, নয়ন, মৃদুল, রাফি, সাইফ, হিমেল, সৈকত, সাঈদ আরো বিভিন্ন পাঠক সেখানে উপস্থিত ছিল।

প্রসঙ্গত ‘নীল মোড়ক’ পাঠক পরিবার যেখানে মেহেরপুরের সকল স্তরের মানুষ বই পড়ে এবং বই নিয়ে আলোচনা করে। তারা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বই দিয়ে আসে এবং পড়া শেষে নিয়ে আসে। নতুন নতুন পাঠক তৈরি করে

চলেছে বিগত ২ বছর ধরে। এই দিনটি শ্রদ্ধা ভরে পালন করে।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক ফজলুল হকের নিয়োগ নিয়ে নানা প্রশ্ন!

মেহেরপুরের গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজে ফজলুল হক অবৈধ নিয়োগের বৈধতা দেখিয়ে সরকারি সুবিধা ভোগ করছে। এ ছাড়াও নিয়মের তোয়াক্কা না করেই নিজ নামে একটি বেসরকরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও পরিচালনা করেন।

বর্তমানে ফজলুল হক সেন্টু গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজে পরিসংখ্যান বিভাগে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত আছেন। কিন্ত তার এই প্রভাষক হওয়ার পিছনে রয়েছে নানা অনিয়ম।
অনুসন্ধানে জানা গেছে, তৎকালীন বিএনপি সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অবৈধ ভাবে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ নেন।

১৯৯৪ সালের ৩০ জুলাই ছিল গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক নিয়োগের শেষ তারিখ।

এ সময় আবেদন করেন ফজলুল হক সেন্টু । কিন্তু আবেদনের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে পারিনি। কারণ, ফজলুল হক মাস্টার্স পাশ করেন ১৯৯৫সালে। সে হিসেবে ফজলুল হক আবেদন করতে পারে না। কিন্তু সে সময় রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে গাংনী ডিগ্রী কলেজের ততকালীন অধ্যক্ষ প্রয়াত আব্দুল খালেক এর সহযোগীতায় অবৈধভাবে নিয়োগ নেয় ফজলুল হক ।

এ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রনালয় কতৃক একটি তদন্ত টিম ফজলুল হক এর নিয়োগ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে, অর্থনৈতিক লেনদেনের মাধ্যমে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া হয়। পরবর্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়োগের বৈধতা দিলে সরকারি বেতন ভাতা চালু হয়।

ইতিমধ্যে ফজলুল হক নিজ বাড়িতে গাংনীতে ২০০২ সালে “ ফজলুল হক আইডিয়াল স্কুল” নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। সরকারি নিয়ম ভঙ্গ তরে সেই প্রতিষ্ঠান তিনি নিজেই পরিচালনা করেন।

এই প্রতিষ্ঠান নিয়েও আছে সাধারণ জনগনের বিরুপ প্রতিক্রিয়া। নারি কেলেঙ্কারি সহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে।

গাংনীর জাহাঙ্গীর আলম বাদশা বলেন, বিগত জোট সরকারের আমলে ফজলুল হক ব্যাপক দাপট দেখিয়েছে। সে সময় রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ইচ্ছেমত সুবিধা আদায় করেছে। পরবর্তিতে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসলে কিছুটা শান্ত হয়। কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে আবার বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তার তান্ডবে এলাকার কোন আওয়মী লীগ শান্তিতে বসবাস করতে পারিনি। কারনে অকারনে আওয়মী পন্থিদের বিভিন্ন নির্যাতন করেছে।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার বলেন, এ নিয়োগের বিষয়ে আমাদের জানা নেই। সরকারি কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বেসরকারি কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হতে পারে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই রকম কোন নিয়ম নেই।

এ বিষয়ে ফজলুল হক বলেন, আমার নিয়োগে কোন ঝামেলা নেই। আমি ১৯৯০ সালে মাস্টার্স পাশ করি সেই সার্টিফিকেট দিয়ে আমি চাকরি পাই। আমার বাড়িতে যে প্রতিষ্ঠান আছে সেটা ভাড়া দেওয়া আছে।

গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম বলেন, ফজলুল হক নিয়োগ পেয়েছেন প্রয়াত অধ্যক্ষ আব্দুল খালেক এর সময়। সে সময় তার নিয়োগ কিভাবে হলো আমি জানিনা। তবে তার নিয়োগে কিছুটা হলেও অনিয়ম থাকতে পারে। কারণ রস সময় নিয়োগ দেওয়া ছিল ১৯৯৪ সালে কিন্তু ফজলুল হকের সার্টিফিকেট ১৯৯৫ সালের।

- আল-আমীন ও মর্তুজা ফারুক রুপক

গাংনীতে শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিশু ও নারী নির্যতনের অভিযোগ, কোর্টে মামলা দায়ের

মেহেরপুরের গাংনী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিশু ও নারী নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন গৃহবধু মাফরোজা খাতুন (৩৩)।

মাফরোজা খাতুন গাংনী পৌর এলাকার ৪ নং ওয়ার্ডের কৃষক রমজান আলির মেয়ে।

নির্যাতনের শিকার মাফরোজা খাতুন জানান, ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসের ২৪ তারিখে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ গ্রামের মৃত ইছাহক আলীর ছেলে মো: আতিউল ইসলাম (৪০) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অভিযুক্ত আতিউল ইসলাম গাংনী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

বিয়ের কিছু দিন পরেই যৌতুকের দাবিতে সে গৃহবধু মাফরোজার উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করতে থাকে বলে অভিযোগ করেন গৃহবধু। শিক্ষক স্বামীর দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে নির্যাতনের মাত্রা বাড়তে থাকে বলেও তিনি জানান।

গৃহবধু আরও জানান প্রায় ৬ মাস শারীরিকভাবে নির্যাতন করে গর্ভে থাকা ৪ মাসের বাচ্চা নষ্ট করে দেয়। এর পরও গৃহবধু এসব নির্যাতন সহ্য করেও শিক্ষক আলিউলের সাথে সংসার করতে থাকে বলে জানান।

এর পরও তার যৌতুকের লোভ রয়েই গেছে। যৌতুকের লোভে তার নির্যাতনের মাত্রা বাড়তেই থাকে। সর্বশেষ চলতি মাসে (০২-১১-২০১৯ ইং) সকাল ৮টার দিকে ২ কাঠা জমি লিখে দেওয়ার জন্য গৃহবধুকে ঘরের ভিতরে আটকে রাখে বলে তিনি জানান।

পরে অনেক কাকুতি মিনতি করলেও অভিযুক্ত শিক্ষক আতিউল ইসলাম তার পরিবারের লোকজন নিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করে বলে গৃহ বধু অভিযোগ করেন। পরে অনেক অনুরোধ করলেও গৃহবধুকে ঐ দিনই বাড়ি থেকে বের করে দেয়। পরে তিনি প্রাণ বাঁচাতে বাবার বাড়ি গাংনীতে চলে আসলে পরিবারের লোকজন আহতাবস্থায় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সে নিয়ে চিকিৎসা দেন।

গৃহবধু মাফরোজা খাতুন সাংবাদিকদের জানান, আতিউল ইসলাম এর আগেও ৫টি বিয়ে করেছে এবং সকলের সাথেই তিনি এমন আচরণ করেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন জায়গায় সে নাম মাত্র দেনমোহরে বিয়ে করে এবং তালাক দেয়।

অভিযুক্ত শিক্ষকের বিয়ের তালিকায় তার আপন মামাতো বোনরাও রয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। গৃহবধু বলেন কোন বউ এর সাথে শিক্ষক ভাল আচরণ করেনা প্রত্যেকের সাথেই নাম মাত্র দেনমোহরে কাবিন করে এবং পরে বিভিন্ন তালবাহানা করে তালাক দিয়ে দেয়।

তিনি বলেন দামুড়হুদাতে বিয়ে করে ৬ মাস পরে তালাক হয়ে যায়, মানিকনগরে বিয়ে করে ১বছরের মাথায় সেখানে বিচ্ছেদ হয় এর পরে যশোরে বিয়ে করে সেখানে ৩ বছর সংসার করে এরপর কেদারগঞ্জে বিয়ে করে ১বছরের মাথায় বিচ্ছেদ হয় পরে দামুড়হুদাতে বিয়ে করে এখানেও ১ বছরের মাথায় বিচ্ছেদ ঘটানোর পর নির্যাতিত অভিযোগকারি এই গৃহবধুকে বিয়ে করে বলে তিনি জানান।

নির্যাতনের বিষয়ে মেহেরপুর কোর্টে নারী ও শিশু নির্যাতন দমণ আইনে শিক্ষক মো: আতিউল ইসলাম সহ আরও দুইজনের নামে মামলা হয়েছে।

এই বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষক আতিউল ইসলাম বলেন, তার ঐ অভিযোগ বা কোর্টে যে মামলা করেছে সম্পূর্ণ মিথ্যার উপর করেছে। আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্য এমনকি আমার মায়ের জন্য টাকা খরচ হলে মাফরোজা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এ নিয়ে ঘটনার দিন বাকবির্তকতার এক পর্যায়ে আমার স্ত্রী আমাকে মারতে গেলে ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়ে হয়তো আহত হতে পারে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন খোঁজ খবর নেওয়ার আগেই সে ফোনে হুমকি দেয়। একাধিক বিয়ে প্রসঙ্গে বলেন, সমাজে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এসব মিথ্যা রটনা সে করে যাচ্ছে।

- গাংনী প্রতিনিধি

প্রকাশিত সংবাদ প্রসঙ্গে প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গত মঙ্গলবার ১২-১১-২০১৯ তারিখে “গাংনীর এক শিক্ষক রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার” শিরোনামে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত এই সংবাদ প্রসঙ্গে গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো: বিপ্লব হোসেন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন।

প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে তিনি জানিয়েছেন, প্রথমত সে শিক্ষক নন সে একজন কেরানি এবং স্বাধীনতা চেতনা বিরোধী মতবাদে বিশ্বাসী এবং সে রাইপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক। সে তার ছাত্র জীবন থেকে কোন দিনই বঙ্গবন্ধুর আদর্শে এবং স্বাধীনতা স্বপক্ষের লোক ছিল না।

আওয়ামী লীগ সরকার যখন ২০০৮ সালে ক্ষমতায় আসে, তখন রাইপুর ইউনিয়ন তথা হাড়িয়াদহ গ্রামের মুজিব আদর্শের মানুষের রোষানলে পড়ে এবং গাংনীর চৌগাছা গ্রামে চলে আসে। এখানে এসেও সে আগের মতোই আওয়ামী লীগের নিরীহ নেতা কর্মীর উপর অন্যায় অত্যাচার অব্যাহত রেখেছে।

প্রতিবেদকের বক্তব্য, সংবাদটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কয়েক জন আওয়ামী লীগ নেতা ও শিক্ষক পরিচয় দেওয়া কেরানী আব্দুল আলিমের বক্তব্য নেওয়া হয়।

বারাদি পুলিশ ক্যাম্পের নাকের ডগায় দুর্ধর্ষ চুরি

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদিতে পুলিশ ক্যাম্পের সামনে সান্তনা গার্মেন্টস সহ ৫টি দোকানের টিন কেটে চুরির ঘটনা ঘটেছে। বারাদি বাজার কমিটির নিয়োগকৃত ৫জন নৈশ প্রহরী দায়িত্ব পালন করেন।

এর পরেও এ ধরণের চুরির ঘটনায় নানা প্রশ্ন উঠেছে।

মঙ্গলবার দিবাগত রাতের কোন এক সময় এ চুরির ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় সান্তনা গার্মেন্টস, রইসউদ্দিন এর হোটেল, সমরের অটো দোকান, মেম্বার এর চেম্বার, ও একটি সেলুনের দোকানের টিন কাটলেও শুধুমাত্র সান্তনা গার্মেন্টস এ চুরির ঘটনা ঘটে।
এ বিষয়ে সান্তনা গার্মেন্টসের মালিক জানাই, ডয়ারে থাকা এক হাজার টাকা ও অন্যান্য মালামাল দিয়ে মোট ১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা চুরি হয়েছে।

বারাদি পুলিশ ক্যাম্পের এসআই আব্বাস আলী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, পুলিশ ক্যাম্পের সামনে ঘটলেও পুলিশ সদস্যরা অন্যান্য জায়গাই টহল রত থাকাতে চুরি প্রতিরোধ করা যায়নি। তরে চোর সনাক্ত সহ তাদের গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

- বারাদি প্রতিনিধি

গাংনীর হাড়াভাঙ্গায় বাড়ির সিমানা বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে আহত-২

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামে বাড়ির সিমানায় বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে দুই জন আহত হয়েছে।
আহতরা হলো মৃত ইসমাইল হোসেন এর ছেলে বজলুর রহমান বজু (৪০) ও মৃত অফেজ উদ্দিনের ছেলে আনারুল ইসলাম (৫৫)।
গত বুধবার রাত আটটার দিকে হাড়াভাঙ্গা সেন্টার পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

আহতদের পরিবারের লোকজন জানায়, ঘটনার দিন সকালে পাটকাঠি দিয়ে বাড়ির সিমানা দিতে গেলে বেড়ার কিছু অংশ প্রতিবেশি মৃত হারুন উর রশীদের ছেলে নাসির উদ্দিনের জমির দিকে চলে যায়। বেড়া দেওয়ার সময় নাসির উদ্দিনের বাড়ির কেউ কিছু না বললেও রাতে নাসির উদ্দিন ও আনারুলের সাথে বাকবির্তকতা হলে নাসির উদ্দিন এক পর্যায়ে আনারুলের

মাথায় টর্চ লাইট দিয়ে বাড়ি মারে এবং বাড়ির ছাদে চলে যায়।

এ সময় বজলুর রহমান বজু উপস্থিত হলে নাসির উদ্দিন ছাদ থেকে বজলুর রহমান বজুর মাথায় ইট নিক্ষেপ করে। এতে বজলুর রহমান বজুর মাথায় ও নাকে আঘাত হয় বলে জানান আহতরা।

পরে পরিবারের লোকজন আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক চিকিৎসা দিয়ে ভর্তি করে রাখে। আহতরা গাংনী থানায় অভিযোগের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বলে জানা যায়।

নিজেস্ব প্রতিনিধি

বামন্দি কৃষি ব্যাংকে বিদেশ থেকে পাঠানো টাকা চুরি

মেহেরপুরের গাংনীর বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বামন্দি শাখাতে বিদেশ থেকে পাঠানো টাকা মালিক তোলার আগেই অন্য কেউ চুরি করে তুলে নিয়ে গেছে এমন অভিযোগ উঠেছে। গত সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে।

উপজেলার মহাম্মদপুর গ্রামের ভুক্তভোগী রেবেকা খাতুন জানান, তার প্রবাসী স্বামী রবিউল ইসলাম মালয়েশিয়া থেকে টাকা পাঠিয়ে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি অগ্রণী ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে গিয়ে শাখা ব্যবস্থাপক জানান তার স্বামীর পাঠানো টাকা ১১/১১/২০১৯ ইং তারিখে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে নেওয়া হয়েছে। রেবেকা খাতুন টাকা কোন ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করা হয়েছে জানতে চাইলে ম্যানেজার জানান বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বামন্দি শাখা থেকে উত্তোলন করা হয়েছে।

পরে তিনি কৃষি ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক সিদ্দিকুর রহমানের নিকট ঘটনা খুলে বলেন। তখন শাখা ব্যবস্থাপক বিষয়টি নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে আলোচনা করেন। পরে নিচতলাতে মিতালী বস্ত্রালয়ের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ থেকে তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পান।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কৃষি ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক সিদ্দিকুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, সেকেন্ড অফিসার মেহেরাব হোসেনের কাছ থেকে পাওয়া ও সিসিটিভির ফুটেজ ও ভুক্তভোগী রেবেকা খাতুনের সাথে আলোচনা করে আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি আসল দোষী কোন ব্যক্তি।

জানতে চাইলে রেবেকা খাতুন জানান, প্রকৃত দোষী ব্যক্তি জোড়পুকুরিয়া গ্রামের সাইর পাড়ার ডা. আক্কাস আলীর ছেলে উজ্জল হোসেন। তিনিও তার স্বামীর সাথে দীর্ঘ দিন একই রুমে মালয়েশিয়াতে ছিলেন। মালয়েশিয়াতে থাকাকালিন উজ্জল তার স্বামী রবিউল ইসলামের মোবাইলে কিছু করে রেখেছে। তার স্বামী দেশে টাকা পাঠালে সে হয়তো বুঝতে পারে।

তবে কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপক বলেন, এ বিষয়টি এডিশনাল এসপি জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমানকে মৌখিকভাবে জানিয়েছি তাই বিষয়টি আইনগতভাবে নিষ্পত্তি করতে চান। তিনি আরও জানান একটি মাধ্যম দোষী ব্যক্তির কোন শাস্তি ছাড়াই টাকাগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তে তাঁর সাথে দিন দরবার চালিয়ে যাচ্ছেন তবে তিনি বিষয়টির আইনগত ভাবেই সুরাহা করার জন্য মতামত ব্যক্ত করেন তিনি।

গাংনী প্রতিনিধি